কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক সাধন চক্রবর্তী , উপাচার্য

Ref. No. : KNU/VC/23/27 *Date* : 03/04/2023

খোলা চিঠি (২)

সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক সজল কুমার ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের কয়েকজন সদস্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ভয়ের পরিবেশ তৈরী করে কিছু বেআইনী কাজ ক'রে চলেছে, এবং এর ফলে পঠনপাঠন এবং প্রশাসনিক কাজ কর্ম যেমন বিঘ্নিত হচ্ছে তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের ও ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতির আশঙ্কা ঘনীভূত হ'চ্ছে। এই বেআইনী ও ক্ষতিকারক কাজগুলোর কয়েকটি নমুনা আমি তুলে ধরছি।

ক) রেজিস্ট্রারের অফিসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি সুরক্ষিত থাকার কথা। রেজিস্ট্রারের অফিসের একজন কর্মচারী শ্রী জয়ন্ত পট্টনায়কের কাছে রেজিস্ট্রারের অফিসের সব চাবি থাকত। চন্দন কোনারের রেজিস্ট্রার হওয়ার যোগ্যতা আছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় গত মার্চ মাসের তেইশ তারিখে চন্দন কোনার জয়ন্ত পট্টনায়কের কাছ থেকে সকল চাবি নিয়ে আলমারি খুলে নিজের নথিপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। এরপর প্রায়শই অধ্যাপক ভট্টাচার্য, চন্দন কোনার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিত্তাধিকারিক শ্রীমতি সুজাতা হোম রয় কোনার রেজিস্ট্রারের ঘরে রুদ্ধদ্বার বৈঠক ক'রে চলেছেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত ফাইলগুলি নিয়ে কী করছেন তা বোঝা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে আমি আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছি। এ ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকতে অনুরোধ করছি।

খ) গত মার্চ মাসের চোদ্দ তারিখে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে চন্দন কোনার জোর ক'রে ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অফিসারের কাছ থেকে আই.সি.টি এবং সি.সি.টি.ভি- র পাসওয়ার্ড নিয়ে নেন। তারপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অফিসার শ্রী আসিফ আহমেদ এবং এজেন্সি মারফত নিযুক্ত কর্মী শ্রী সৌরভ জানা আই.সি.টি সেলের কিছু কম্পিউটার ও সি.সি.টি.ভি. খুলে কিছু ক'রে চলেছেন। এগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি থাকে। এগুলো কোনভাবে বিকৃত হ'লে বা নষ্ট হ'য়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত সবার প্রভূত ক্ষতি হ'য়ে যেতে পারে। আমি এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীকে আমি এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে বলছি।

সাধন চক্রবর্তী

ডপাচায

কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়